মাহ্‌জারি আরবিকাব্য : একটি পর্যালোচনা

আ. স. ম. আবদুল্লাহ*

•

মাহ্‌জারি শব্দ আরবি 'হিজ্‌রাহ' থেকে উদ্ভূত। 'হিজ্‌রাহ' অর্থ প্রস্থান করা, Emigration বা অভিবাসন গ্রহণ করা। 'মাহ্‌জারি কবি' বলতে অভিবাসন প্রাপ্ত/, প্রবাসী কবিকে বুঝায়। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশকে কিছু সংখ্যক আরব পরিবার বিভিন্ন সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কারণে সিরিয়া, লেবানন ও ফেলিস্তিন থেকে উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকায় প্রস্থান করে নিউইয়ার্ক সহ বিভিন্ন শহরে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করে। তাদের অধিকাংশই স্বদেশের প্রাকৃতিক পরিবেশে লালিত পালিত এবং খৃস্টান মিশনারিদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষাপ্রাপ্ত। তাঁরা সবাই ছিলেন আরবি ভাষাভাষী, আরব বংশোদ্ভূত, আরব দেশের সন্তান। আমেরিকায় তাঁরা অভিবাসনপ্রাপ্ত (immigrants) হয়ে সেখানে আরব-বসতি স্থাপন করেন, আরবি ভাষায় পত্র-পত্রিকা প্রকাশ করেন। ঐসব পত্রিকায় আরবি ভাষায় সাহিত্য ও গবেষণা মূলক প্রবন্ধ, রচনা, গল্প ও কবিতা প্রকাশ করেন। পাশ্চাত্য সমাজ ও সংস্কৃতি দ্বারা প্রভাবান্বিত হবার ফলে তাঁদের মৌলিক অনুভূতির সাথে পাশ্চাত্য চিন্তাধারার সংমিশ্রণ ঘটে। আরবি ও পাশ্চাত্য সংস্কৃতির সংমিশ্রণের ফলে আরবি গদ্য ও পদ্য সাহিত্য সমৃদ্ধ হয়। 'মাহ্‌জারি' (প্রবাসী) কবিদের মধ্যে উত্তর আমেরিকার[১] জিব্‌রান (১৮৮৩-১৯৩১), রশীদ আইয়ূব (১৮৭২-১৯৫১), নাসীর 'আরীদা (১৮৮৭-১৯৪৬), ইলিয়া আবুমাদী (১৮৮৯-১৯৫৭), মিখাঈল নুয়াইমা

---

* সহকারী অধ্যাপক, আরবী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

১. ড. শওকী দাইফ, *দিরাসাত ফিস্ শে'র আল-আরবি আল্-মু'আসির*, ৬ষ্ঠ সং. মিশর, দারুল মা'আরিফ, ১৯৮০, পৃ. ২৪৬ ;
ড. মুস্তফা ইউনুস, *মিন আদাবিনাল মু'আসির*, মিশর, মাত্‌বা' আতুল ফজর আল জাদীদ, ১৯৮০, পৃ. ৭৫;
ড. খাফাজী আবদুল মুনঈম, *দিরাসাত ফিল আদবিল মু'আসির মিশর*, দারুত্তাবা আল-মোহাম্মদিয়া, আজহার, ১৯৮০, পৃ. ৫৫

(১৮৮৯-) প্রমুখ, এবং দক্ষিণ আমেরিকার ইলিয়াস পরহাত (১৮৯৩-১৯৭৭), আবুল ফজল ওয়ালীদ, নিয়ামত কাজান, রশীদ আল্‌কূরী (১৮৮৭-১৯৮৪), ফওযী মা'লুফ (১৮৯৯-১৯৩০) এবং শফিক মা'লুফ প্রমুখ কবি আরবি কাব্যচর্চায় খ্যাতি অর্জন করেন এবং আরবি সাহিত্যের ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধকরণে ব্যাপক অবদান রাখেন। প্রবাসী আরব কবিদের কবিতা সনাতন আরবি কাব্যরীতির বন্ধন থেকে মুক্ত। ইতিপূর্বে আরব কবিগণ তাঁদের পূর্বসুরিদের অনুকরণ করে স্তুতি, তোষামুদি প্রভৃতি বিষয়ে কবিতা রচনা করতেন।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষদিকে মিশরে বারুদী (১৮৩৯-১৯০৪), শওকী (১৮৬৮-১৯৩২), হাফিজ ইবরাহীম, (১৮৭১-১৯৩২) ইরাকে রুসাফী (১৮৭৫-১৯৪৫) প্রমুখ কবির আবির্ভাব ঘটে। তাঁরা কবিতাকে সুপ্তাবস্থা থেকে জাগিয়ে তুলে স্থবিরতা দূর করতে প্রয়াসী হন। আধুনিক রুচির স্থলে রক্ষণশীল প্রাচীন রুচির ভিত্তিতেই কাব্য রচনা করতে থাকেন। এঁদেরকে নব্য ক্লাসিকপন্থী (Neo-Classicist) বলা হয়।[২]

একই সময়ে রোমান্টিক ভাবধারায় আরবি কবিতা রচনা শুরু হয়। কবি খলীল মুত্‌রান (১৮৭২-১৯৪৯) মিশরে রোমান্টিক কাব্যান্দোলনের সূচনা করেন। এই রোমান্টিক ধারার বৈশিষ্ট্য হল : ক) কাব্যের আঙ্গিক ও বিষয়বস্তুর বিভিন্নতা, খ) প্রাচীন রীতি এবং রোমান্টিক অনুভূতির মধ্যে দ্বন্দ্ব, গ) কবিতার অর্থের প্রাধান্য, ঘ) অলংকারের আধিক্য কম, ঙ) গীতিকাব্যের মান সংরক্ষণ এবং চ) প্রকৃতির রোমাঞ্চকর উপলব্ধি।[৩] খলীল মুত্‌রানের কতিপয় সমর্থক শুক্‌রী (১৮৮৬-১৯৫৮), মাযিনী (১৮৯০-১৯৪৯) ও আল্‌ আক্কাদ (১৮৮৯-১৯৬৪) এই রোমান্টিক কাব্য বিপ্লবে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। তাঁরা ইংরেজি কাব্য ও সমালোচনা সাহিত্য দ্বারা প্রভাবান্বিত হন। বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় ও তৃতীয় দশকে তাঁরা নব্য ক্লাসিকপন্থীদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেন ; শওকী, হাফিজ প্রমুখ কবির কবিতা বর্জন করেন। আরবি কাব্যের প্রাচীন ধারাকে বর্জন করে পাশ্চাত্য কাব্যধারার ভিত্তিতে কাব্য রচনার আহ্বান জানান। তাঁরা ইংরেজি কবিতার রোমান্টিকতা দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়েছিলেন।

---

২. বাদাভী, এম. এম., *মুখতারাত মিনাশ শির আল্‌-আরবী*. বৈরুত, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৮৪, প্র. ১১ ভূমিকা

৩. বাদাভী, প্রগুক্ত, পৃ. ১৩ (ভূমিকা); ড. মুস্তাফা ইউনুস, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৬

এই সময়কালকে প্রাক-রোমান্টিক যুগ (Pre-Romantic Period) বলা হয়।[৪] মুত্রানের এই রোমান্টিক কাব্য আন্দোলনকে আরো এগিয়ে নিয়ে যান-মিশরে ড. আবু শাদী (১৮৯২-১৯৫৫), ড. ইবরাহীম নাজী (১৮৯৮-১৯৫৩), আলী তাহা (১৯০২-১৯৪৯), লেবাননে আবু শাবাকা (১৯০৩-১৯৪৭), সিরিয়ায় আবুরীশা (১৯১০), সূদানে বশির তিজানী (১৯১২-১৯৩৭) এবং তিউনিসিয়ায় আল্ শাব্বী (১৯০৯-১৯৩৪)।

আমেরিকার প্রবাসী আরব কবিগণও আরবি কাব্যের এই রোমান্টিক বিপ্লবে শরিক হন। তারা কবি জিব্রানের নেতৃত্বে সংগঠিত হয়ে 'আল্রাবেতাতুল কলমিয়্যা' (লেখক সংঘ) নামে সংগঠন প্রতিষ্টা করে আরবি কাব্যে বিপ্লব শুরু করেন। প্রাচীন প্রথা, সনাতন রীতিনীতি পরিত্যাগ করে কাব্যে বিপ্লব সাধন করেন। এ বিপ্লব আরবি গদ্য ও পদ্যের পুরাতন রীতিনীতির বিরুদ্ধে। প্রাচীন রীতি তথা গদ্যে সাজা বা ছন্দবদ্ধতা এবং পদ্যে অলংকার ইত্যাদি থেকে কাব্যকে মুক্ত করে সাহিত্যে এক নতুন ধারার প্রবর্তন করেন। প্রাচীন ভাব ও বিষয়বস্তু (স্তুতি, ব্যঙ্গ, গৌরবগাথা ইত্যাদি) থেকে কবিতাকে মুক্ত করে কবি হৃদয়ানুভূতি, আশা আকাঙ্ক্ষা, সাধারণ মানুষের সুখ দুঃখ, হাসি কান্না, জনপ্রিয়-সহজবোধ্য ভাষায় কাব্যে রূপদান করেন। এটাই এই বিপ্লবের মূলমন্ত্র।[৫]

কবি ইলিয়া আবুমাদী তাঁর جداول গ্রন্থে[৬] পুরাতনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে বলেন :

কবিতাকে যদি মনে কর ছন্দ ও শব্দের, সমাহার,
তুমি নও আমার পক্ষে, তোমার পন্থা আমার পন্থার বিপরীত।

কবি আবুমাদী কাব্যে শব্দ এবং ছন্দের বন্ধন, বা বাঁধাধরা রীতিকে বর্জনের আহবান করেছেন। শব্দ এবং ওজনের বন্ধন চিন্তা ও অনুভূতির উপর অন্তরায়

---

৪. শওকী দাইফ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৪৭; মুস্তাফা ইউনুস, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭৬; মারুন আব্বুদ, রুয়াদুন নাহ্দা আল্-হাদীসা, মিশর, দারুল মাআরিফ, ১৯৮০, পৃ. ৩৮

৫. শওকী দাইফ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৪৮ ; মুস্তাফা ইউনুস, প্রাগুক্ত, পৃ. [illegible] বাদাভী, এম [illegible], প্রাগুক্ত, পৃ. ভূমিকার-১৩

৬. মহিউদ্দিন রেজা, *বালাগাতুল আরব ফিল্ কারনিলি ইশ্রীন*, ২য় সং, বৈরুত, *মাত্বাআতু কাথোলকিয়া*, ১৯৬৯, পৃ. ৫১ (ইলিয়া, জাদাভীল); শওকী দাইফ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৪৮ (নুয়াইমা, গিরবাল)।

স্বরূপ। শব্দ ও ওজনের জটিলতার দরুণ কবিতার মর্মার্থ অনেক সময় দুর্বোধ্য হয়ে পড়ে। তাই ঐ সমস্ত বন্ধ থেকে মুক্ত কবিতাই সকলের একান্ত কাম্য। কবি মিখাঈল নুয়াইমাও তাঁর غربال গ্রন্থে[৭] প্রাচীন কবিদের সনাতন রীতি পরিহার করে, শিল্প ও অলংকারের বন্ধন মুক্ত করে সহজ সরল ভাষায় সাধারণ মানুষের আশা-নিরাশা, সুখ, দুঃখ, সাফল্য-ব্যর্থতা, সংশয়-বিশ্বাস ইত্যাদি হৃদয়ানুভূতিকে কাব্যে রূপদান করার আহবান জানিয়েছেন।

প্রবাসী আরব কবিগণ পাশ্চাত্যের ইংরেজি ও আমেরিকার ভাষা ও সাহিত্য অধ্যয়নের ফলে পাশ্চাত্য ধারায় প্রভাবান্বিত হয়ে আরবি ভাষা ও কাব্যের সনাতন নীতিমালা পরিহার করে নতুন এক পদ্ধতি অবলম্বন করেন। বর্তমানকে কেন্দ্র করে বিষয়বস্তু নির্বাচন এবং শব্দের পরিবর্তে অর্থ ও ভাবের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করেছেন। প্রাচীন কবিতার ছন্দ, শব্দ ও বিষয়বস্তুর বিধিনিষেধ থেকে কবিতাকে মুক্ত করেছেন। প্রাচীন কবিতার ছন্দ, শব্দ ও বিষয়বস্তুর বিধিনিষেধ থেকে কবিতাকে মুক্ত করেছেন। প্রকৃতির প্রতি অনুরক্ত বিধায় প্রকৃতি, মাঠঘাট, বনজঙ্গল এবং সহজ সরল পল্লীজীবন ভিত্তিক কাব্য রচনা করেছেন। কাব্য তথা সাহিত্যকবির হৃদয়ানুভূতির বর্ণনা, ব্যক্তিগত অভিব্যক্তির প্রতিফলন। প্রবাসী আরব কবিদের কাব্য গ্রন্থাবলিতে এই আধুনিক ধারার প্রতিফলন দেখা যায়, তাদের হৃদয়ানুভূতির চিত্রায়ন, প্রকৃতি ও তার অনুপম সৌন্দর্যের রূপায়ণ, ব্যক্তিগত উপলব্ধি এবং মানসিক অভিব্যক্তির বাস্তব চিত্র ফুটে উঠেছে। কাব্যের ভাষা, আর বিষয়বস্তু ও ধারায় নতুনত্ব আনয়ন করেছেন।

প্রবাসী আরবি কবিতার একটি স্বতন্ত্র মাপকাঠি রয়েছে, প্রাচীন কাব্যের মানদণ্ডে তার পরিমাপ করা সঙ্গত নয়। জাহেলি বা আব্বাসী যুগের কবিদের প্রাচীন পদ্ধতির কবিকর্মে অনুরক্ত গুণীজনদের পক্ষে প্রবাসী আরবি কবিতার প্রতি আকৃষ্ট হওয়া দুরূহ। কারণ, তাঁদেরকে প্রথমত কাব্যের আঙ্গিক ও গঠনের প্রতি আসক্তি পরিত্যাগ করতে হবে। দ্বিতীয়ত কবিতার প্রাচীন বিষয়বস্তু (স্তুতি, ব্যঙ্গ, গৌরবগাথা ইত্যাদি) পরিহার করে নিত্য নতুন বিষয়ে কবিতা রচনা করতে হবে। ভাব ও ভাষা চয়নের ক্ষেত্রে প্রবাসী কবিরা সম্পূর্ণ স্বাধীন।[৮] মাহজারি কবিতায় হৃদয়ের ভাবোচ্ছ্বাস, আশা-আকাঙ্ক্ষা, সুখ-দুঃখ,

---

৭. মহিউদ্দীন রেজা, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৭ ; শওকী দাইফ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৪৮ (নুয়াইমা, গিরবাল)।

৮. শওকী দাইফ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৫১; খাফাজী আবদুল মুনঈম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৭

বিশ্বজনীন মানবিক গুণাবলি, মানুষের প্রতি মানুষের অধিকার ও কর্তব্য ব্যক্ত হয়েছে। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের কোন ভেদাভেদ নেই। এতে মানুষে-মানুষের সাম্য, মৈত্রী, সম্প্রীতি ও ভ্রাতৃত্বের বর্ণনা থাকে। প্রভু-ভৃত্য, অভিজাত-অধম, ধনী-নির্ধন, সরল-দুর্বল, মুসলমান-অমুসলমানের কোন ভেদাভেদ নেই। এই ধরনের আধুনিক কবিতাই বিশ্বজনীন ও জনপ্রিয়।

প্রবাসী কবিতার বৈশিষ্ট্য

প্রখ্যাত সাহিত্য সমালোচক ড. মুস্তফা ইউনুস-এর মতে,[৯] প্রবাসী কবিদের কাব্যের ভাষা অত্যন্ত সহজ, সরল, জনপ্রিয় ; এতে সুস্পষ্ট অর্থবোধক শব্দাবলি ব্যবহৃত হয়েছে। নতুন পাশ্চাত্য সভ্যতা ও সংস্কৃতির সংমিশ্রণের ফলে আরবি কাব্যে নতুন ভাব, বিষয়বস্তু এবং আধুনিক মতবাদ সমূহের অবতারণা করা হয়েছে। প্রবাসী কবিগণ কাব্যে ছন্দ ও অলঙ্কার শাস্ত্রের নীতিমালার পুরোপুরি অনুসরণ করেননি, ছন্দ ও অন্তমিল রক্ষা করেননি। প্রবাস ও বিরহ বিচ্ছেদ জনিত কারণে তাঁদের তীক্ষ্ণ মানসিক অনুভূতির সৃষ্টি হয়েছে, যার প্রভাব কাব্যে পরিস্ফুট হয়েছে।

সাহিত্য সমালোচক ড. শওকী দাইফ বলেন[১০]- "প্রবাসী আরবি কবিতায় বাক্যের দৃঢ়তা, ভাষার প্রাঞ্জলতা ও সৌন্দর্য না থাকলেও চিন্তাচেতনা, ভাব ও উপলব্ধির নতুন প্রবণতা দেখা যায়। এতে রয়েছে অলংকার ও সাজসজ্জামুক্ত, সহজ সরল সুস্পষ্ট অর্থবোধক ভাষা। শাব্দিক অলংকার থেকে তা মুক্ত। অনুপম বৈশিষ্ট্য, ব্যক্তিগত ভাবের ছাপ, স্বাধীন অনুভূতি, ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদ ইত্যাদি বৈশিষ্ট্য মাহজারী কবিতাকে বিশেষত্ব দান করেছে।"

উত্তর আমেরিকার প্রবাসী কবিদের বিশেষত রাবেতাতুল কলমিয়্যার সদস্যদের কাব্যিক বৈশিষ্ট্যাবলির অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে[১১]- তাঁরা মূল আরবদের বৈশিষ্ট্যাবলি পরিহার করেননি। তাঁদের কাব্যকর্মে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য প্রবণতা বিদ্যমান। দৈনন্দিন জীবনে বিদেশী ভাষার ব্যবহার সত্ত্বেও তাঁরা সাহিত্যক্ষেত্রে উচ্ছ্বাস, আবেগ-অনুভূতি ব্যক্ত করতে পূর্ব পুরুষদের আদি ভাষা আরবি ব্যবহার করেছেন, ফলে তাঁরা আরবি ভাষার মূল স্পিরিট দ্বারা

---

৯. মুস্তাফা ইউনুস, *প্রাগুক্ত*, প্র-২৫২

১০. শওকী দাইফ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৫২

১১. মুস্তাফা ইউনুস, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮৫; ড. আনোয়ার জুনদী, *আল্ শির আল্-আরবী আল-মু'আসির*, দারুল কাতিব লিত্তাবাআ, কায়রো, মিশর, ১৯৬৮, পৃ. ৮১

প্রভাবান্বিত হয়েছেন। কাব্যের মাত্রা (ওজন) ও ভাষা এবং অলংকার শাস্ত্রীয় উপমা, উৎপ্রেক্ষা ও রূপক ইত্যাদি পদ্ধতি মূল আরবি ভাষা থেকে গ্রহণ করেছেন। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে মাত্রা ও শব্দ প্রয়োগের বাঁধা-ধরা রীতিকে তাঁরা মেনে চলেননি। প্রবাসী আরবগণ প্রাচ্যের সুপ্রাচীন ঐতিহ্য, শিল্প-সাহিত্য, তাসাওউফ দর্শন, সৌভাগ্য-দুর্ভাগ্য, আকিদা বিশ্বাস ইত্যাদি নিজেদের সাথে নিয়ে গেছেন। পাশ্চাত্য সাহিত্য তথা ফরাসি, ইংরেজি, আমেরিকান ও রুশ সাহিত্যে তাঁদের গভীর জ্ঞান এই আরবি কাব্যে বিপ্লব সাধনে অনুপম ভূমিকা পালন করেছে।

দক্ষিণ আমেরিকার প্রবাসী আরব কবিদের কাব্যকর্ম প্রাচীন যুগের আরবকবিদের কাব্যকর্মের মধ্যে কোন প্রভেদ নেই, শুধু আধুনিক যুগের ঘটনাবলির বর্ণনা ছাড়া।[১২]

প্রবাসী কাব্যের বিষয়বস্তু[১৩]

প্রবাসী আরব কবিগণ স্বদেশের প্রতি ভালোবাসা, বন ও প্রকৃতির প্রতি আহবান, উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা, বিষাদ, সৌভাগ্য-দুর্ভাগ্য, সুফিবাদ, ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদ ইত্যাদি বিষয় ভিত্তিক কবিতা রচনা করেছেন ।

স্বদেশের প্রতি ঝোঁক প্রবণতা حنين প্রবাসী কবিদের কাব্যের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। স্বদেশের প্রতি ভালোবাসা মানুষের জন্মগত। প্রত্যেক জাতির মধ্যে জাতির প্রতিটি ব্যক্তির মধ্যে এই গুণ বিদ্যমান। আমেরিকার মত উন্নত দেশে বাস করেও প্রবাসী কবিরা তাঁদের আদি বাসভূমি সিরিয়া বা লেবাননকে ভুলতে পারেননি, যেখানে নিজেদের আত্মীয় স্বজন, একান্ত প্রিয়জনদের ছেড়ে গেছেন, যেখানে কেটেছে তাঁদের শৈশব ও কৈশোর। প্রবাস ও নিঃসঙ্গ জীবনের ব্যথায় ব্যথিত হয়ে স্বদেশের প্রতি তাঁদের মানসিক আকর্ষণ বৃদ্ধি পায়। এই আবেগই কারো সক্রিয়ভাবে প্রভাব বিস্তার করেছে। রশিদ আইয়ুব, নাসীব আবীদা, ইলিয়া আবুমাদী, ইলিয়াস ফরহাত, নিয়ামত আলহজ্ব, আবুল ফজল ওয়ালীদ প্রমুখ কবির কবিতায় স্বদেশের প্রতি ঝোঁক সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত হয়েছে। দেশমাতৃকার প্রতি, স্বদেশের মাঠঘাট, পাহাড়-পর্বত, নদী, নালা, বনজঙ্গল, বৃক্ষলতার প্রতি ছিল তাদের আন্তরিক আকর্ষণ।

১২. শওকী দাইফ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৫৬

১৩. শওকী দাইফ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৫৭; মুস্তাফা ইউনুস, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮৭-৮; রুশদী হাসান মুহাম্মাদ, *মা'আল আদাবিল মু"আসির*, মিশর, দারুশশরক, ১৯৭৫, পৃ. ৪৯

দেশপ্রেমমূলক কবিতার নমুনা নিম্নরূপ :
কবি ইলিয়াস আবুমাদী 'লেবানন'[১৪] কবিতায় বলেন.

لبنان لا تعذل بنيك اذاهم + ركبوا الي العلياء كل سفين

لم يهجروك ملالة ، لكنهم + خلقوا لصيد اللؤلؤ المكنون

লেবানন করোনা তব সন্তানদের ভর্ৎসনা,
উন্নতির লক্ষ্যে হরেকবাহনে হয় যখন রওয়ানা
করেনিক ত্যাগ তোমায় তারা বিষণ্নতা বশে
সৃষ্ট তারা সুপ্ত মুক্ত আহরণে।

কবি নাসীব আরীদা মাতৃভূমি হেম্‌সকে উদ্দেশ্য করে বলেন :[১৫]

أعرفت يا قلبي عروس العاصي

مَحبَي اما نينا ومُحيَا الجود + ونعيم راض بالوجود سعيد

আসী নদীর বধূকে চিনেছো কি হে হৃদয়
সুখী সমৃদ্ধিশালী।
আকাঙ্ক্ষার কেন্দ্র, বদান্যতার উৎস,

কবি রশিদ আইয়ূব আমার দেশ (বিলাদী) কবিতায় বলেন :[১৬]

خلقت و لكن كي أموت بها حبا + لذاك تراني مستها ما بها صبا

وما أنا ممن ترامت به النوى + تروعه الدنيا ولوملئت رعبا

اذاما تذ كرت الأهل فيه فانني + لدى ذكر هم استمطر الدمع منصبا

তাই আমি তৎপ্রতি আসক্ত
বিপদভাবে নইকো আমি ভীত,

১৪. শওকী দাইফ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৫৯; (ইলিয়া, খামাইল - লেবানন)।
১৫. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৬০, (নাসীব আরীদা. উম্মুল হিজার)
১৬. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৫৮. (রশীদ আইউব, বিলাদী)।

জন্মভূমির বিচ্ছেদ দুঃসহ অতীব।
পরিজনদের কথা স্মরিলে।

কবি নিয়ামত আলহাজ্বের কবিতা :[১৭]

تذكرت اهلي في النوي وبلاديا + وقدطال شوقي للحمي وبعاديا

تطير لنا نفسي من الوجد والجوي + ويمسي لهادمعي علي الخدجاريا

وداعا وداعا يا بلادي فانني + أودع مشتاقاالي العود ثانيا

দূরদেশে পরিজন ও দেশকে স্মরণ করেছি, প্রবাসে মম আসক্তি পেয়েছে বৃদ্ধি।
স্বদেশের লাগি মনপ্রাণ দুঃখ-ব্যথায় উড়ে, প্রবাহিত হয় অশ্রু গণ্ডদেশে।
ও স্বদেশ! বিদায়! বিদায়! পুনঃ ফিরে আসার গভীর আগ্রহে জানাই
তোমায় বিদায়।

প্রকৃতির প্রতি আহবান

প্রবাসীদের বিরহ বিচ্ছেদকাতর জীবন, দুঃখ যন্ত্রণাদায়ক অনুভূতি প্রবাসী কবিদেরকে পীড়া দিত। এ জীবনের সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা, ন্যায়-অন্যায়, জ্ঞান-মূর্খতা, শাসক-শাসিত, মঙ্গল-অমঙ্গল, বিশ্বাস-অবিশ্বাস ইত্যাদি বৈষম্যপূর্ণ অবস্থা প্রবাসী কবিদের মনকে পীড়িত করেছে। তাই তাঁরা কাব্যে প্রকৃতির জীবন, অরণ্যের জীবনের প্রতি আহবান জানিয়েছেন। কারণ অরণ্যে কোন বৈষম্য নেই, কোন কর্তৃত্ব নেই, মঙ্গল-অমঙ্গল নেই। জীবন সেখানে স্বচ্ছ ও নির্মল। কবি জিবরান সমগ্র মানবজাতিকে বনের জগতের প্রতি ডাক দিয়েছেন। সেখানে অসীম অফুরন্ত শান্তি বিদ্যমান। জিবরান ব্যতীত কবি ইলিয়া, আবুমাদী, নাসীব আরীদা, মিখাঈল নুয়াইমা প্রমুখ কবি সমস্যাপীড়িত নাগরিক জীবনের প্রতি বিদ্রোহ ঘোষণা করে আরণ্য জীবনের প্রতি আহবান জানিয়েছেন। এই প্রবণতা বিচ্ছেদ জনিত স্বদেশের প্রতি আকর্ষণ থেকেই সৃষ্ট। তাঁরা 'অরণ্য' প্রতীক দ্বারা মাতৃভূমি লেবানন বা সিরিয়াকে বুঝিয়েছেন।

কবি জিবরান 'কাফেলা' مواكب কবিতায় বলেন :[১৮]

---

১৭. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৫৮. (নিয়ামত, দিওয়ান)।
১৮. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৬৪. (জিবরান, মাওয়াকিব)।

الخير في الناس مصنوع اذا جبروا +

والشر في الناس لا يفنى وان قبروا

ليس في الغابات راع + لا ولا فيها القطيع

অপারগাবস্থায় হয় মানুষের মঙ্গল,
কবরস্থ হলেও হয়না শেষ তার মঙ্গল।
বনে নেই কোন রাখাল, নেই কোন ভেড়াপাল।
বনে নেই দুশ্চিন্তা, নেই দুর্ভাবনা।
আত্মার দুশ্চিন্তা ক্ষণিকের কল্পনা।

কবির মতে, মানবসমাজে রয়েছে অত্যাচার, অনাচার, ন্যায়-অন্যায়, সবল-দুর্বল, বিশ্বাস-অবিশ্বাস। কিন্তু জঙ্গলে তা নেই। সমাজের এসব অনাচার থেকে মুক্তি পাবার জন্যে কবি ‘জঙ্গলে’ পালিয়ে যাবার আহবান জানিয়েছেন। কবি ইলিয়া আবুমাদী ‘হৃতবন’ الغابة المفقودة কাব্যে গেয়েছেন :[১৯]

يا لهفة النفس على غابة + كنت وهندا نلتقي فيها

لله في الغابة ايامنا + ما عابها الا تلاشيها

আফসোস বনের জন্য, আমি ও হিন্দা মিলতাম সেথায়,
উপভোগ করেছি, যথেচ্ছ কামনা বাসনা উভয়ে হেথায়।
অতীতে দিনগুলো মোদের (চিরজাগরুক) বনে,
কলঙ্কিত হবে না কভু যদ্দিন না নিশ্চিত হবে।

কবি ইলিয়াস ‘হৃতবন’ দ্বারা অবহেলিত ‘লেবানন’কে বুঝিয়েছেন।

বিষণ্ণতা ও উদ্বেগ (حزن) প্রবাসী কবিদের কবিতাকে ব্যাপকভাবে আচ্ছন্ন করেছে। তাদের কাব্য পাঠ করলে এই দুঃখ বিষণ্ণতার জ্বালা অনুভব করা যায়।

কবি ফওজী মালূফ তাঁর بساط الريح (বায়ুর বাহনে) ভ্রমণ কাব্যে নৈরাশ্য ও বিষণ্ণতার বর্ণনা করেছেন :[২০]

১৯. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৬৭ (ইলিয়া. খামাইল)।
২০. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৭০. (ফওজী মালূফ. দিওয়ান)।

ألف اليأس قلبه فهو اليأس + يحا كى بثينة و جميلا

নৈরাশ্য জড়ায়েছে তাঁর হৃদয়কে, নৈরাশ্য যেন অনুকরণ করেছে জমিল ও বুছায়নাকে। এই নৈরাশ্য ও বিষণ্নতার মূল উৎস হচ্ছে বিরহ-বিচ্ছেদ ও প্রবাস জীবন।

স্বদেশ থেকে, আত্মীয় স্বজন থেকে দূরে থাকায় বিরহ-বিচ্ছেদ জনিত কারণে প্রবাসীদের হৃদয়-মনে নৈরাশ্য ও বিষাদের কালো ছায়া রেখাপাত করেছে। ফলে তাঁদের মনে দুর্ভাগ্যের অশুভ লক্ষণ تشاؤم সৃষ্টি হয়েছে। এই تشاؤم বা দুর্ভাগ্যের অশুভ লক্ষণের ছাপ তাঁদের কাব্যে প্রভাব বিস্তার করেছে।

কবি নাসীব 'আরীদার কবিতায় অশুভ দুর্ভাগ্যের বর্ণনা দেখা যায় :[২১]

كأن في داخلي قبرا بوحشته + دفنت كل بشاشاتي وايناسي
أنت والحزن كونا في الضلوع معي + إني عهدتكما من خير جلاسي

মোর হৃদয়ে নিঃসঙ্গতার কবর,
মোর সকল আনন্দ-অনুভূতি সমাধিস্থ করেছি।
হে নৈরাশ্য ও বিষাদ! থাক তোমরা মোর বক্ষে,
তোমাদেরকে আমি উত্তম সাথী বানিয়েছি।

কবি নাসীব নিজের জন্য এবং জনগণের জন্য রোদন করছেন। চারদিকের পৃথিবী সুপ্রশস্ত হওয়া সত্ত্বেও কবরের ন্যায় সংকীর্ণ হয়ে পড়েছে। সেই কবরে যাবতীয় আশা, আকাঙ্ক্ষা, আনন্দ দাফন করেছেন। জনগণের দুঃখ-যন্ত্রণা সম্পর্কে চিন্তা করে নৈরাশ্য অনুভব করেছেন। এই নৈরাশ্যের দরুণ কবি ভাগ্যের প্রতি, ভাগ্য বিধাতার প্রতি সংশয়বাদী বা বিদ্রোহী হননি, বরং ভাগ্যবিধাতা আল্লাহর উপর বিশ্বাসী ও আস্থাবান ছিলেন।
কবি রশীদ আইউব 'আল মুসাফির' কবিতায় বলেন :[২২]

---

২১. ঐ, পৃ. ২৭১
২২. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৭৩ (রশীদ আইউব, মুসাফির)।

دعته الاماني فخلي الربوع + وسار وفي النفس شئ كثير

أيا نفس صبرا لحكم القضاء + ويا نفس مهما دهتك الشجون

কামনা বাসনা তাকে ডেকেছে, তাই ঘরদোর ছেড়েছে
মনে অনেক বাসনা নিয়ে সে ভ্রমণে বেরিয়েছে
হে আত্মা, বিধির বিধানে ধৈর্য ধর, অন্তর্জ্বালা যতই তোমাকে
বিপন্ন করুক আহাজারি করো না।

কবি রশীদ আইউব প্রভুর বিধানের নিকট আত্মসমর্পণের আহ্বান জানিয়েছেন; ভাগ্যের বিড়ম্বনা ও যাতনা যতই তীব্র হোক না কেন, মনোবল হারাতে বারণ করেছেন।

تفاؤل সৌভাগ্যের শুভলক্ষণ :

কোন কোন প্রবাসী কবি সৌভাগ্যের সূচককে দর্শন রূপে গ্রহণ করেছেন এবং নিজেদের কাব্যে তা ব্যক্ত করেছেন। কবি ইলিয়া আবুমাদী মানবজাতিকে বিপদাপদে বিষণ্ন বা নিরাশ না হয়ে খুশি মনে ভাগ্যকে বরণ করার আহ্বান জানিয়েছেন। কবি تشاؤم বা অশুভ লক্ষণে প্রভাবিত না হয়ে প্রকৃতি ও বনের জীবনের প্রতি আহ্বান করেছেন। পারস্যের কবি ওমর খৈয়ামের দর্শন ও রুবাইয়াত ইলিয়ার কাব্যে ও দর্শনে বহুলাংশে প্রভাব বিস্তার করেছে। তিনি পরকাল বিশ্বাস করতেন না, তাই মৃত্যুর পূর্বে বিলীন হবার পূর্বেই জীবনের স্বাদ স্বচ্ছন্দ চিত্তে উপভোগ করার আহ্বান জানান। ভাগ্যের শুভ বা অশুভ লক্ষণ মানুষের দুটি আপেক্ষিক অবস্থা। বিধির বিধান মানুষ সর্বান্তকরণে গ্রহণ করলে আত্মা আনন্দিত হয়, আর স্বচ্ছন্দে গ্রহণ না করলে তাকে নৈরাশ্য পেয়ে বসে।[২৩]

কবি ইলিয়া নিয়তির বিধানের নিকট আত্ম সমর্পণ করে বলছেন।[২৪]

رضيت نفسي بقسمتها + فليراود غيري الشهبا

انا من قوم اذا حزنوا + وجدوا في حزنهم طربا

আমার ভাগ্যে সন্তুষ্ট আমি, আমা ছাড়া অন্য কেউ আলোকবর্তিকা অনুসন্ধান করুক, দুঃখে বিষাদে আনন্দিত হয় যারা, আমি তাদের দলে।

---

২৩. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৭৯-১৮১

২৪. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৭৪ (ইলিয়া, জাদাভীল)।

কবি স্বানন্দে নিজ ভাগ্যকে বরণ করেছেন। আগামী দিনের জন্য তিনি কোন চিন্তা করেন না। অতীত অতিক্রান্ত আগামীকাল কখনও আসবে না। বর্তমানই তাঁর জন্য যথেষ্ট ; অতএব জীবনকে যতটুকু সম্ভব উপভোগ করে নিতে হবে।

সুফি ভাবধারা [২৫]

কোন কোন প্রবাসী আরব কবির মধ্যে সুফি ভাবধারা বিদ্যমান। তাঁদের সুফি ভাব আরব কবিদের সুফিবাদ থেকে ভিন্ন প্রকৃতির ছিল। তাঁরা স্বাভাবিক জীবনযাপন এবং বৈরাগ্যবাদের মধ্যবর্তী পন্থা অবলম্বন করেছেন। স্বাভাবিক জীবনযাত্রাকে তাঁরা বর্জন করেননি এবং জীর্ণ বস্ত্রও পরিধান করেননি, বরং পার্থিব ভোগবিলাসের প্রতি মনোযোগী ছিলেন। তাঁদের কেউ কেউ পারস্যের ওমর খৈয়াম, হাফিজ শিরাজী প্রমুখ ফার্সি সুফির ভাবধারায় প্রভাবিত ছিলেন। মুসলমান সুফিদের সাথে বিভিন্ন বিষয়ে তাঁদের সাদৃশ্য ছিল ; যেমন আত্মিক উন্নতি অর্জনের চেষ্টা, মহান সত্তার সাথে মিলিত হবার সাধনা, ভাগ্যের শুভাশুভ চিন্তা ইত্যাদি মানসিক অস্থিরতা তাঁদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

কবি নাসীব আরীদা 'অস্তলগ্নে' أمام الغروب কবিতায় বলেন.[২৬]

رويدك شمس الحياة + ولاتسرعي في الغروب

فمانال قلبي مناه - وماذاق غير الخطوب

জীবন সূর্য, ধীরে চল, শীঘ্র অস্তমিত হয়ো না।
আমার হৃদয় কাঙ্ক্ষিত বস্তু লাভ করেনি
বিপদ ছাড়া অন্য কিছুর স্বাদ আস্বাদন করেনি।

কবি জীবন-সূর্যকে অতি ধীরে ধীরে অস্ত যেতে আহবান জানিয়েছেন যাতে কবি তাঁর নিত্য প্রয়োজনীয় ও পার্থিব ভোগবিলাস সম্পাদন করতে পারেন। শাশ্বত চিরন্তন জীবনের তৃষ্ণা তাঁকে শারীরিক জীবন থেকে আধ্যাত্মিক জীবনের অনুপেরণা জুগিয়েছে।

কবি নাসির আরীদা 'হে আত্মা' (ইয়া নাফস) কবিতায় বলেন[২৭] -

---

২৫. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৭৫ ; মুস্তাফা ইউনুস, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৪
২৬. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৭৫ (নাসীব, অস্তলগ্নে)।
২৭. ঐ, পৃ. ২৭৭ (নাসীব, ইয়ানফ্স)।

يانفس مالك في اضطراب + كفريسة بين الذئاب
هلارجعت الى الصواب + وبدلت ريبك باليقين
يانفس أنت لك الخلود + ومصير جسمي اللحود

হে আত্মা ! কেন তুমি বিচলিত, বাঘের পালে ছাগল ছানাবৎ
ফিরছো না কেন সঠিক পথে, করছো না পরিবর্তন সংশয় বিশ্বাসে ?
হে আত্মা ! তুমি শাশ্বত, আমার দেহের পরিণতি কবর।

মুসলমান সুফি বা মরমিবাদীদের ন্যায় প্রবাসী কবিদের মধ্যেও আল্লাহর মহান সত্তার প্রতি ভালোবাসা ও মিলনের গভীরে আগ্রহ পরিদৃষ্ট হয়। কবি মিখাইল নুয়াইমা আত্মার জগতে বিশ্বসী ছিলেন। জগতের সবকিছু মহান সত্তা থেকে নিঃসৃত, মানবজীবনের ভালমন্দ সবকিছু স্রষ্টার অভিপ্রায়, তার অভিপ্রায়কে স্বানন্দে গ্রহণ করা মানুষের কর্তব্য। দেহ থেকে আত্মা মুক্ত হলে উর্ধজগতে উন্নীত হয়ে স্রষ্টার সাথে মিলত হতে পারে। দেহ থেকে আত্মা মুক্ত হলে আত্মা চিরস্থায়িত্ব লাভ করে, কবর ধ্বংস বা বিলীন হওয়ার স্তর নয়, বরং মানবজীবনের এক নতুন অধ্যায়। কবি নুয়াইমা সুফিদের ন্যায় এই নশ্বর পৃথিবী থেকে মুক্ত হয়ে স্বর্গে, আত্মার জগতে মিলিত হবার অনুপ্রেরণা উপলব্ধি করেন। কবি নুয়াইমা 'হৃদয় দিগন্ত' آفاق الفلب [২৮] কবিতায় বলেন,

ورحت أجوب ما استترا + من الدنيا وما ظهرا
وابحث فى غبار العيش + عن خزف وعن صدف
أراه بفكرتى دررا
ورحت أقيس أيامى + واعمالى وأحلامى
وماحولى ومن حولى + وما تحتى وما فوقى
ماأفكارى وأوهامى

জগতের সুপষ্ট, অস্পষ্ট সকল বস্তুতে করেছি আমি বিচরণ,
জীবনের ধূলিতে মৃত্তিকা পাত্র ও ঝিনুক খুঁজেছি
আমার ধারণা তাকে মুক্তা মনে করেছি।

২৮ *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২২৩ (মিখাঈল, হৃদয় দিগন্তে)।

পরিমাপ করেছি আমার দিনকাল, কাজকর্ম আশা আকাঙ্ক্ষা,
আমার চারিদিকে কি, কারা? আমার নিচে উপরে কি, কারা?
কি আমার জীবন, ভাবনা, ধারণা, কল্পনা?

কবি নুইয়ামার মতে, প্রজ্ঞা (আকল) মানুষকে সঠিক নির্দেশনা প্রদান করতে পারে না, বরং এক মাত্র কলব (অন্তরাত্মাই) সঠিক দিক নির্দেশনা দিতে পারে। মানুষ অনেক কিছুর প্রকৃত তত্ত্ব উপলব্ধি করতে পারে না, তাই কারা এখানে সেখানে প্রকৃত তত্ত্বের অনুসন্ধান করে বেড়ায়, অথচ তার নিজের বক্ষদেশে তা রয়েছে। কবি নুয়াইমা দার্শনিক ইবনুল 'আরবীর ন্যায়' 'ওয়াহ্দাতুল উজুদ' মতবাদে বিশ্বাসী ছিলেন আল্লাহ এবং সমগ্র বিশ্বের সকল বস্তু এক, একই সত্তা থেকে উদ্ভুত। বিভিন্ন ভাবে বিভিন্ন আকৃতিতে, বিভিন্ন বস্তুতে আল্লাহর বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। 'ইবতিহালাত' (প্রার্থনা কবিতায়)[২৯] কবি নুয়াইমা 'ওয়াহ্দাতুল উজুদ'-এর মনোভাব সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত হয়েছে :

اكحل اللهم عيني بشعاع من لدنك

كي تراك

في جميع الخلق . في دود القبور . في نسور الجو . في موج البحار

হে আল্লাহ ! তোমার জ্যোতিঃশিখার সুর্মা লাগিয়ে দাও আমার চোখে,
যাতে চোখ দেখতে পায় তোমাকে সমগ্র দৃষ্টিতে
কবরের কীট পোকায়, আকাশের শকুনে, সাগর-তরঙ্গে–

প্রবাসী কবি ফাওজী মা'লূফও 'বায়ূর বাহনে' (আলা বিছাতিররিহ) কবিতায় 'দেহ' ও 'আত্মার' সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন : আত্মা স্বাধীন: তার সম্পর্কে ঊর্ধজগতের সঙ্গে আত্মা শাশ্বত ও অবিনশ্বর। কিন্তু মানবদেহের সম্পর্ক মাটির এই পৃথিবীর সাথে ; দেহ নশ্বর ও বিলীয়মান।[৩০]

অন্যতম প্রবাসী কবি নাসীব 'আরীদা মহান সত্তা আল্লার সাথে মিলনের উদ্দেশ্যে তাঁর অনুপম সৌন্দর্য দর্শনের উদ্দেশ্যে, তাঁর প্রেমে বিলীন হবার উদ্দেশ্যে মরমিবাদীদের তরিকা (পন্থা) অবলম্বন করেছেন। মহান সত্তার সাথে মিলনের লক্ষ্যে নানা প্রকার দুঃখ-কষ্ট সহ্য করে দেহকে ধ্বংস করে আত্মাকে

২৯. ঐ, পৃ. ২৮১ (মিখাইল, ইবতিহাল)।
৩০. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৮০ (ফওজী মালূফ, বায়ুর বাহনে)।

দেহের বন্ধন থেকে মুক্ত করে শাশ্বত জীবন লাভ করতে হবে। দেহকে বিলীন না করে 'ফানা' ও 'কামাল' (পূর্ণতা) অর্জন সম্ভব নয়। আত্মা স্রস্টার সাথে মিলিত হয়ে চিরস্থায়িত্ব লাভ করে। এই অভিব্যক্তি কবির কাব্যে ব্যক্ত হয়েছে :[৩১]

أيا من سناه اختفي + وراء حدود البشر

نسيت يوم الصفا + فلا تنس في الكدر

أيا غافرا ازحما + يري ذل أمسي وغد

معاذك أن تنقما + وحلمك ملء الابد

ও মহান সত্তা, যার প্রোজ্জ্বল শিখা লুক্কায়িত,
মানবজাতির সীমানার আড়ালে
স্বচ্ছতার দিনে তোমায় গেছি ভুলে,
অস্বচ্ছতার দিনে আমায় তুমি যেও না ভুলে
ক্ষমাশীল! কর দয়া,
বিগত ও আগামী দিনের লাঞ্ছনা দেখছি
তোমার প্রতিশোধ থেকে চাই আশ্রয়,
তোমার সহিষ্ণুতা চিরন্তন।

উপরোল্লিখিত সুফিবাদী প্রতিটি কবিতায় আধ্যাত্মিক অনুভূতি ব্যক্ত হয়েছে। প্রবাসজীবনে আরবগণ আমেরিকার যান্ত্রিক জীবনযাত্রার সাথে খাপ খাইয়ে নিতে না পেরে মানসিক উদ্বেগাকুল প্রতিক্রিয়া স্বরূপ মরমিবাদী কবিতা রচনা করেছেন।

মাহ্জারি কবি ও কাব্য সম্পর্কে এম. এম. বাদাভীর পর্যবেক্ষণ প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেছেন :[৩২]

৩১. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৮২ (নসীব আরীদা)।

৩২. Badawi, M.M., *Anthology of Modern Arabic Verse*. Beirut. Oxford University Press. 1984, P. XIII. Introduction.

The role of Mahjari Poets towards spreading romantic attitude was enormous. This movement was launched in North America by Jibran and Nuaima. They had many followers. They were imbued with modernist and anti traditional ideas. They were influenced by laterday romanticism and transcendentalism of American literature. e.g. Emerson, Long Fellow and Whitman. The Mahjar Poets exercised a liberating influence upon modern Arabic Poetry. They contributed towards the introduction of a new conception of poetry, which added a spiritual dimension to it. They turned away from rhetoric and declamation. They had a preference for short metres and stanzaic forms. Their work is permeated by the feelings of homesickness and yearing to reurn to nature. Their role in shaping modern Arabic sensibitity cannot be exaggerated.